R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকমার্ক ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৩শ বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
১২ই জানুয়ারী, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা;
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

স্কুল বোরডের সাগরদীঘি সারকেলে দুই চিত্র ঃ কাজ হয়েছে টাকা আসেনি, টাকা এসেছে কাজ হয়নি

বিশেষ প্রতিনিধি, ৯ জানুয়ারী—গত বছর আগষ্ট মাসে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় 'টাকা থেকেও স্কুল বাড়ি সংস্কার হয়নি' শিরোনামায় সাগরদীঘি ব্লকের জিনদীঘি জুনিয়র বেসিক স্কুলের একটি সংবাদ প্রকাশের পর তদন্ত চালাতে গিয়ে এই ক'মাসে আরো অনেক তথ্য জানা গেছে। ওই সমস্ত তথ্য থেকে দুটি পরস্পরবিরোধী চিত্র পাওয়া গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোরডের সাগরদীঘি সারকেলে। যার অন্যতম বহু স্কুলে আগাম সংস্কারের কাজ হয়েছে অথচ টাকা এসে পৌছয়নি, তেমনি বহু স্কুলে টাকা আগেই এসে গেছে অথচ সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয়নি। জিনদীঘি স্কুলটি তাদেরই একটি। জঙ্গিপুর সংবাদে এই সংবাদটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারকেলের অবর পরিদর্শক স্কুলে গিয়ে তদন্ত করেছেন এবং এক সাক্ষাৎকারে সেই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, জিনদীঘি জুনিয়র বেসিক স্কুলের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ মঞ্জুরি ৯০০ টাকার মধ্যে ৪০০ টাকা অগ্রিম পেয়েছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নীরেন্দ্রনাথ দাস। কিন্তু স্কুল সংস্কারের কাজে সেই টাকা খরচ না করায় বোরড থেকে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে : 'হয় স্কুল সংস্কারের কাজে টাকা খরচ করুন, নয়তো আপনার বেতন থেকে সমস্ত টাকা কেটে নেওয়া হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও জিনদীঘি স্কুলে সংস্কারের টাকার ব্যাপারে তদন্তের অনুরোধ আসে বলে জানা যায়।

চোরাই কয়লার অবাধ বিকিকিনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের কয়লা চুরি করে শহর অথবা গ্রামের খোলা বাজারে অবাধে সেই কয়লা বিকিকিনির প্রবণতা এখনও কমেনি। সম্প্রতি এই মর্মে দু'টি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এর একটিতে সাহাজাদপুরের জনৈক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, লালগোলা ও কৃষ্ণপুর ষ্টেশন থেকে টন টন কাঁচা কয়লা পাচার হয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরি, সম্মতিনগর এবং জঙ্গিপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অবাধে বিক্রী হচ্ছে। এই সমস্ত এলাকায় এই কারবারের কেন্দ্রস্থল সম্মতিনগর বাজার। সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, আজিমগঞ্জ জংশন, রেলের ইঞ্জিন এবং কুমারডিহি ও অণ্ডাল কয়লা খনি এলাকা থেকে পাচার হয়ে কাঁচা কয়লা সাগরদীঘি বাজারের কেন্দ্রস্থলে জমা হচ্ছে। পরে সেগুলিকে পুড়িয়ে পোড়া কয়লা হিসেবে অথবা কাঁচাই প্রকাশ্য স্থান থেকে বিক্রী করা হচ্ছে। বাজারের কয়লার তুলনায় এই কয়লার দাম অপেক্ষাকৃত কম বলে ক্রেতাদের ঝোঁক এই কয়লার দিকে সাধারণ নিয়মেই বাড়ছে। পক্ষান্তরে ডিপোগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারিদের আন্দোলন

ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গসুন্দর মিত্রের ডাকে সারা পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সাথে জঙ্গিপুর মহকুমার কর্ম্মচারিরাও আন্দোলনে নেমেছেন। জাতীয় বেতন কাঠামো নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান, দ্বিতীয় পে কমিশন গঠনের মাধ্যমে কর্ম্মচারিদের বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস, ১৫% হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান, জয়েণ্ট কনসালটেটিভ কমিটি গঠনের দাবীতে ৬ জানুয়ারী থেকে টিফিনের সময়ে অফিস, আদালত ও হাসপাতালের কর্ম্মচারিগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। —প্রাপ্ত

পরলোকে প্রাক্তন পুরপতি
প্রাণগোপাল চ্যাটার্জি

রঘুনাথগঞ্জ ১০ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি প্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায় গতকাল সকালে শহরের বালিঘাটা পল্লীর বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন।

পরাধীন আমলে প্রাণগোপালবাবু পাঁচ বছর সিভিক গারড-এর সাবডিভিশনাল কম্যানডানট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জঙ্গিপুর পুরসভার সাবেক ৬নং (বর্তমান ১১নং) ওয়ারডের তিনি সুদীর্ঘ ২০ বছর কমিশনার ছিলেন, মহকুমা স্পোরটস্ এ্যাসো-

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিবেকানন্দ জয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ জানুয়ারী—স্বামী বিবেকানন্দের ১১৭তম জন্ম-জয়ন্তী আজ স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। রাত্রে আলোচনা সভার পর সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তিগোপাল দত্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পুরপতি ডঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়।

নয়া বসতের সুখ-দুঃখ

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের জরুর গ্রামে লুথারান ওয়ারলড্ সারভিস যে বসতটি তৈরী করেছেন, সেই বসতের বাসিন্দারা শাক, মূলো, বেগুন ইত্যাদির চাষ করেছেন। শাক সব্জির মধ্যে মূলোর ফলন হয়েছে খুব ভালো—এক একটির ওজন ৫ কেজি করে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসককে সেই মূলোর একটি নমুনা দেখানো হয়েছে। নয়া বসতের বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গেল যে, শীতে তাঁরা বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। গায়ে দেবার মত গরম কাপড়ের কোন সম্বল নাই। এ্যাসবেসটাস শীটের ছাউনীতে শীত আরো বেশী লাগে। কাছাকাছি কোন পুকুর নাই; একটি ছোট ডোবা আছে, তাতে জল নাই। ফলে অসুবিধে নানা দিক দিয়েই।

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক: মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া • ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে পৌষ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

জন্ম-শতবর্ষ পূর্তিতে

"পড়াবি তো পড়া পো, না পড়াবি তো সভায় থো"—অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের যত অনুষ্ঠান দেশে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহারই প্রসঙ্গে এই লোকোক্তি। সুখপাঠ্য উপন্যাসের জন্য নয়, অতলান্তিক সহানুভূতি, অকপট মানবপ্রেম ও হৃদয়ের পরম উদারতার জন্যই শরৎচন্দ্র আজ সকলের মনে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। সুস্থ সমাজগঠন এবং মানুষের মর্যাদা-পূর্ণ প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার অন্তরের কামনা। এই উদ্দেশ্য লইয়াই শরৎচন্দ্র তাঁহার বিভিন্ন লেখায় সমাজের নানা পঙ্কিলতা, পাপ-ত্রুটি প্রভৃতি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। মানুষ মানুষের লাঞ্ছনা করে, জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তোলে—এত বড় অন্যায়, এত বড় পাপ তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাই সেই সব অবহেলিত, অধঃপতিত, উপেক্ষিত ও নিন্দিত মানুষ তাঁহার উদার ও মমত্বপূর্ণ হৃদয়ে ঠাঁই পাইয়াছিল। মহৎ প্রাণ লইয়া তিনি তাহাদের কথা ভাবিয়াছিলেন। সমাজের অবিচার ও হৃদয়হীনতার চক্রনেমিতলে যাহারা পিষ্ট হইতেছিল, তাহাদের প্রতি তাঁহার অন্তরের করুণা-ধারা বর্ষিত হইয়াছিল অজস্রধারায়। সমাজের কুশ্রীতায় তাঁহার অন্তর আশঙ্কায় ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যে দেশে গ্রামই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরীণ উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নহে। কায়েমী স্বার্থ ও শোষণ-প্রবৃত্তি যে সমাজে চলে, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গ্রামবাংলার সমাজের উন্নতির জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন শিক্ষার প্রসার, দূর করিতে চাহিয়াছিলেন সমাজের নানা ভ্রান্ত সংস্কার ও মিথ্যা আচার-বিচার। তিনি গোবরে পদ্মফুল প্রস্ফুটিত করিয়াছিলেন। আপন অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় না হইলে জাতিগঠন হয় না। তাহারই প্রথম পদক্ষেপ সামাজিক উন্নতিবিধান। তাই শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসাধনায় গল্পে উপন্যাসে এই মূল সমস্যার প্রতি বারবার আলোকপাত করিয়াছিলেন জীর্ণ লোকাচারাবদ্ধ ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু জাতিকে তিনি সঞ্জীবনের পথ দেখাইয়াছিলেন। এই হিসাবে শরৎচন্দ্র একজন সমাজ-বিপ্লবী।

কায়েমী স্বার্থপূরণ, স্বউদ্দেশ্য সিদ্ধি, শোষণ প্রভৃতির হীন প্রবৃত্তি মানুষকে আজ আত্মগরিমাপ্রচারে সোচ্চার করিয়াছে। কাজ অপেক্ষা আপনাকে প্রচারই প্রাধান্য পাইতেছে। মুষ্টিমেয়ের ধান্দাবাজি সাধারণ মানুষের অজস্র দুর্গতি আনিয়াছে। হৃদয়বত্তার নির্বাসন ঘটিয়াছে। আত্মপ্রচারে শরৎচন্দ্রের প্রবল অনীহা ছিল। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল সুগভীর।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের যে প্রেরণা আজ দেশের সর্বত্র দেখা যাইতেছে, তাহাতে উপরি উদ্ধৃত লোকোক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, পড়িয়া-শুনিয়া না হউক, অন্ততঃ পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও যদি শরৎচন্দ্রের আদর্শ কিছুটা অনুধাবন করিতে পারি, তাহাও ভাল। নূতন করিয়া ভাবিবার সময় আসিয়াছে, জাতীয় সরকার যেখানে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী লইয়াছেন, সেখানে কায়েমী স্বার্থপূরণ আর আত্মগরিমা প্রচারের হীন প্রবৃত্তি দূর করিয়া সমাজ তথা জাতিগঠনের পবিত্র দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে হইবে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে এই শিক্ষাই আমাদিগকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিবে।

সরকারী কর্মচারী সম্মেলন

বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সরকারী কর্মচারী জেলা সম্মেলনে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে জেলার চারটি মহকুমার প্রতিনিধি নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন মহঃ আবুল কালাম (রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক) এবং সহ-সম্পাদক স্বপন মৈত্র। —প্রাপ্ত

অলক্ষ্যে

হিমুদি জানলার পাশে কুলুঙ্গী থেকে আয়নাটা বার করে এনে জানলার দিকে রাখলো। শিকের ওপাশে মরচে পড়া শক্ত তারের জাল। জানলাটাও ছোট। এই পিছন দিকটা আমগাছ আর জঙ্গলে ভরা, সাপ চারিদিকের আম, পিপুল, পানা-পুকুর, বেলগাছ, ভাঁটগাছ তলায় ঘোরাফেরা করে। হিমুদির মনে হলো আমরা পূর্বপুরুষদের পরিত্যক্ত এক জঙ্গলে বাস করছি, আমি আর মা। মার কথা মনে হতেই হিমুদির চোখে ফুটলো মার ফর্সা, একটু ভাঙা ভাঙা, রোগা, টিকালো নাক মুখ, চোখে চশমা, পুরু কাঁচ; আর মা সারাক্ষণ কথা বলে, বারান্দায় বসে বসে বাঁধে, কাঠ কুড়ায়, সবকিছুর তদারকী করে। এখন গরমকালের ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, মা পাহারা দিচ্ছে আমগাছগুলোকে। মা ছিপছিপে একটা বেতের মতো। হিমুদির ঠোঁটে আর চোখে একটা চাপা রশ্মির মতো হাসি ফুটে উঠতে উঠতে মিলিয়ে গেলো। হিমুদি জানলায় ঝুঁকে আয়নায় নিজের চুল ঠিক করতে লাগলো। হিমুদি দাঁড়িয়েই ছিল, কারণ জানলাগুলো উঁচুতে, বুক ছাড়িয়েও আরও একটু।

এই সময় মা ফিরলো। হিমুদি চুলটা মোটামুটি ঠিক করে বাইরে এসে দেখলো মা বারান্দায় বসে আছে উবু হয়ে। মা বললো:

—তোকে কোলকাতা পাঠিয়ে দেবো।

—হঠাৎ আবার কি দোষ করলাম?

মা একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো, দোষ এই ভিটের, তোর বাবার আর আমার। কোলকাতায় কাকা জ্যাঠারা তবু একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন। হিমুদি কিছু বললো না। উঠানে নেমে কাপড়গুলো তুলতে লাগলো, তারটা পুরানো হয়ে গেছে, চারিদিকে প্রথম বিকাল নিঃশব্দ ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে নেমে আসছে, একটা ভালুক সমানে ডেকে চলেছে; হিমুদি একটু আনমনা হলো, আর এই ফাঁকে একটা মুখ আর দুশ্চিন্তা ঢুকে পড়লো হিমুদির বুকে।

বিকালে হিমুদি বারান্দায় মোড়ায় বসে রুমালটা শেষ বার শেষ করে নিচ্ছিলো। ছুঁচটা খুব ছোট আর সরু, পিছন দিকটা সোনালী। মা লম্বা বারান্দাটার ওপাশে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে আর বলছে, তুই আমার মেয়ে, তোর আমি মঙ্গল চাই, তোকে আমি একলা ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছি, আমি চাই তুই তেজী হ।

—আমি কোলকাতা গেলে তোমাকে দেখবে কে?

—দেখবেন ভগবান আর তোর পিতৃপুরুষ।

হিমুদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। রঞ্জন আজ আসতে পারে, ও এলে হিমুদি একটু হাল্কা হবে, হিমুদির আবার দুশ্চিন্তা বাড়বে।

এই সময়ে খোকন এলো। খোকন পিছন দিক দিয়ে এসে হিমুদির পিছনে দাঁড়ালো, ঝুঁকে দেখলো হিমুদি কি করছে। হিমুদি খোকনের বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে এলো কাঁধের কাছে, খোকন ঘুরে সামনে গেলো। হিমুদি দেখলো খোকনকে। ফর্সা, রোগা, উজ্জ্বল চোখ খোকনকে। হিমুদি বললো, এই তোর আমাকে চক দেবার কথা ছিলো না? খোকন প্যান্টের পকেট থেকে এক গাদা ছোট বড় সাদা নীল লাল চক বের করে হিমুদির দিকে চেয়ে বললো, জানো, রঞ্জন স্যার দেখে ফেলেছেন আমাকে চুরি করতে, কিন্তু কিছু বলেননি। হিমুদি বললো, বোস, তোকে আমি আমার কাঁচপোকা টিপগুলো দেখাবো। হিমুদি গলা একটু বাড়িয়ে বললো, ও মা খোকনকে কিছু খেতে দাও না।

সন্ধ্যায় রঞ্জন এলো না। মা বললো, তুই যদি রঞ্জনকে বিয়ে করিস আমি বিষ খাবো।

—কেন?

—তোমার পিতৃপুরুষ আমাকে ক্ষমা করবেন না।

—তুমি না আমার মঙ্গল চাও?

—চাই কিন্তু এ বাড়ীর নিয়ম ভেঙে নয়, আমি মরার আগে পর্যন্ত তুমি স্বাধীন নও। মা ঢুকে গেলেন ঠাকুর ঘরে।

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

NOTICE

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad.
M. V. Department

As required u/s 57 of the Motor Vehicles Act, 1939 it is notified for the information of all concerned that the following number of valid applications as mentioned against the route have been received in this office of the undersigned for grant of permanent stage carriage permits to be provided against the routes.

S. L. No.	Name of the Route	Total No. of valid application.
1.	Berhampore to Tungi via Haribar-para (One permit with to round trips)	3
2.	Berhampore to Raghunathganj via Sagardighi (Two permits with two Round trips)	16
3.	Berhampore to Belgram via Kandi (Two permits with two rounds trips)	5
4	Berhampore to Raghunathganj via Moregram (Two permits with two rounds trips)	10
5.	Berhampore to Burwn via Kandi & Kuli (Two permits with two rounds trips)	5
6.	Berhampore to Panchthupi via Bahara (Two permits with two rounds trips)	11
7.	Berhampore to Joypur via Kandi & Kuli (Two permits with one and half round trips) (on rotation)	22
8.	Berhampore to Sankoghat via Kandi (Two permits with one and half round trips) (on rotation)	14

A list showing names and addresses of the application will be kept displayed on the notice board of the office of the R. T. A. Murshidabad for inspection from 5. 1 77

Representation/objection if any, this connection will be received by the undersigned upto 5-30 P. M. of 7 2. 77

The date and time of the meeting of the R. T. A. Murshidalad to be held to consider the applications as well as the representation/objection if ary will be communicated to all concerned in due course

Sd/**A. K. Bala**
Secretary R. T. A. Murshidabad

(Issued by the District Information and Public Relations officer, Murshidabad.)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শ্যামাদাসী প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদ তারিখ ২১শে পৌষ, ৬৩ বর্ষ ৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্যামাদাসী সম্বন্ধে আমাদের জেলার Physical youth welfare officer যে মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া খবর প্রচারিত হইয়াছে তাহা ভিত্তিহীন মনে করি কারণ শ্যামাদাসী Bengal School Championship ও National School Championship-এ যোগদান করে। জিলার Officer কোন Sportsman এর ইলিজেবিলিটি form এ counter স্বাক্ষর না করিলে sports এ যোগদান করিতে পারে না। তবে কি শ্যামাদাসী উক্ত sports এ যোগদান করিতে পারে নাই? শ্যামাদাসীর form আমাদের officer স্বাক্ষর করেন আমি তার সাক্ষী। সংবাদে প্রকাশ যে শ্যামা স্কুলে নিজের গড়া রেকর্ড নিজে হাতে ভাঙ্গে কিন্তু শ্যামাদাসী পূর্বে কোন school meet করে নাই। জয়ন্তী সেন নামে কোন মেয়েকে জেলা হইতে Bengal School gymnastics প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয় নাই। মিরজাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের রেখা সেন Bengal School gymnastics competition এ যায়। একই সময়ে নবভারতের দীপালি সাহা West Bengal Rural gymnastics team এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে All India Rural Gymnastics প্রতিযোগিতা করার জন্য পুণা রওনা হয়। Bengal School Championship এর মনোনয়ন-পত্র পাওয়ার চেয়ে West Bengal team এর হয়ে National এ যাওয়া কি চমকপ্রদ খবর নয়?

উদ্ধৃত অংশটুকু প্রকাশ করিলে উপকৃত হবো। —শ্রীকরুণাময় দাস (শীতল), মিরজাপুর।

পরলোকে প্রাক্তন পুরপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন ১০ বছর এবং রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন দীর্ঘ ১২ বছর। এ ছাড়াও তিনি ফারমাসিসট, শিকারী ও রেফারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। কমিশনার পদে থাকাকালীন তিনি ১৯৬৪ সালের ২ সেপটেমবর জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি পদে নির্ব্বাচিত হন এবং চার বৎসর সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

স্থান পরিবর্ত্তন
মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
[উষা মেডিক্যাল হলের পার্শ্বে]

EOMITE
PAINTS
A Colourful Blend Of Quality
&
Service
PAMMEL, KINGLAC, KING QD.
for Painting Doors & Windows.
BLUNCEM PLASTIC PAINT & DISTEMPER
for Walls Exterior & Interior.
They reflect your good living style.
BLUNDELL EOMITE PAINTS LTD.
—: Special Stockist :—
S. K. Roy Hard Ware Stores.
Raghunathganj : Murshidabad
Phone No. 4

অলক্ষ্যে

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হিমুদি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তলপেটে হিমুদি যেন দেখতে পেলো উষ্ণের মধ্যে একটা ছোট্ট স্পন্দন ধীরে জেগে উঠছে, একটা কুণ্ডলী পাকানো নরম উষ্ণ ভালবাসার বোঝা হিমুদিকে নত মুক করে দিলো। হিমুদি একটা শ্বাস চেপে রেখে বল্লো, তোমাকে বিষ খেতে হবে না—

সেই রাত্রে হিমুদি সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছিলো আগুনে পুড়ে। সেই রুমালটা ছিলো বালিশের তলায়। সকাল বেলা মনে হচ্ছিলো রুমালটা ভাংচি কাটছে এ বাড়ীর সব কিছুকে নির্লজ্জ দুঃসাহসে।

—শু ন্য

কৃষি বিষয়ক প্রতিবেদন :

এ্যাজোটোব্যাক্টর

'এ্যাজোটোব্যাক্টর' একটি নতুন নাম। এবং কৃষিবিজ্ঞানে এ নামটি সম্প্রতি সংযোজিত। কৃষিবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞায় এতদিন দুই ধরনের সার প্রচলিত ছিল। এক রাসায়নিক, দুই জৈব। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবাণুও এক প্রকার সার। এই এ্যাজোটোব্যাক্টর অন্যতম জীবাণু সার। এর আগে আমাদের 'রাইজোবিয়ামের' সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমরা জানি, 'রাইজোবিয়াম'ও এক প্রকার জীবাণু সার। কিন্তু এটা সাধারণতঃ ডাল-শস্যেই ব্যবহার করা হয়। এই রাইজোবিয়ামের ব্যাক্টিরিয়া গাছের শেকড়ের ভেতর এক প্রকার গুটি তৈরী করে এবং বাতাস, মাটি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে গাছকে সরবরাহ করে, পরিবর্ত্তে গাছের শেকড় থেকে নিজের খাবার নিয়ে জীবন-ধারণ করে। এ্যাজোটোব্যাক্টর কিন্তু শেকড়ে থাকে না। তার বাসস্থান হচ্ছে মাটিতে, গাছের শেকড়ের চার পাশে।

এবারে আসা যাক এ্যাজোটো-ব্যাক্টর কিভাবে জমিতে প্রয়োগ করা হবে সেই প্রসঙ্গে। এক বিঘা জমিতে মাত্র ৩০০ গ্রাম এ্যাজোটোব্যাক্টর প্রয়োজন। প্রয়োগ বিধি :— (১) কাদানের সময় চার ঝুড়ি গোবর সারে ১ প্যাকেট এ্যাজোটোব্যাক্টর (প্যাকেটে ১৫০ গ্রাম থাকে) মিশিয়ে জমিতে ছড়াতে হবে। এক বিঘার জন্য ২ প্যাকেট এ্যাজোটোব্যাক্টর প্রয়োজন। অথবা (২) আধ বালতি জলে ১ প্যাকেট অথবা ২ প্যাকেট এ্যাজোটোব্যাক্টর গুলে নিয়ে ধান পোঁতার আগে চারাগুলোকে সেই জলে আধ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে পুঁততে হবে। অথবা (৩) প্রথম চাপান সারের সঙ্গে জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এই ৩০০ গ্রাম এ্যাজোটোব্যাক্টর থেকে পাওয়া যাবে ১০—২০ কেজি নাইট্রোজেন যার জন্য প্রয়োজন ৫০—১০০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ২০—৪০ কেজি ইউরিয়া। অথচ এই ৩০০ গ্রাম অর্থাৎ ২ প্যাকেট এ্যাজোটোব্যাক্টরের দাম মাত্র ৮·৫০ টাকা।

তবে এর ব্যবহারকারিদের কতক-গুলো বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। যেমন :— (১) কেনার সময় তৈরীর তারিখটা দেখে কিনতে হবে। কেননা তৈরীর ৬ মাসের মধ্যেই এটা ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়। (২) সমস্ত রকম বিষাক্ত ওষুধ এবং রাসায়নিক সার থেকে দূরে রাখতে হবে। কেননা এ্যাজোটোব্যাক্টর জীবন্ত জীবাণু। (৩) প্রথম চাপান সারের সময় এ্যাজোটোব্যাক্টর ছড়ালে অন্ততঃ পক্ষে ১২ ঘণ্টার ব্যবধান রাখতেই হবে। (৪) বীজ বা চারা যদি শোধন করা হয় তবে সেই জমিতে দ্বিগুন পরিমাণ এ্যাজোটোব্যাক্টর ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা ঐ সব ওষুধের সংস্পর্শে এসে কিছুটা জীবাণু নিশ্চয় নষ্ট হবে। চড়া রোদ না লাগার প্রতি কড়া নজর দিতে হবে। আশা করা যায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই এ্যাজো-টোব্যাক্টর জনপ্রিয় হবে। কেননা এতে খরচ কম কাজ বেশী।

—মাধব রায়

ত্রুটি স্বীকার

আমাদের পত্রিকার গত ৩১শ সংখ্যায় (তাং ৫/১/৭৭) প্রকাশিত 'শ্যামাদাসী কি স্কুলের ছাত্রী নয় ?' শীর্ষক সংবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারিক মশাই শ্যামাদাসী মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী—একথা জানেন না বলে এবং তিনি শ্যামাদাসী ঘোষকে 'মুর্শিদাবাদ জেলা দলে নির্বাচন করতে ভুলে গিয়েছেন' বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ সংবাদে তথ্যগত ভুল রয়েছে। এইরূপ তথ্যগত ত্রুটিযুক্ত সংবাদ প্রকাশনার জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ

মিঞাপুর

রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট

২১·৫০ পঃ মূল্যে

পাওয়া যাচ্ছে

মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)

জঙ্গিপুর ফোন—২১

সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি

সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)

সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর

ফোন : ধুলিয়ান—২১

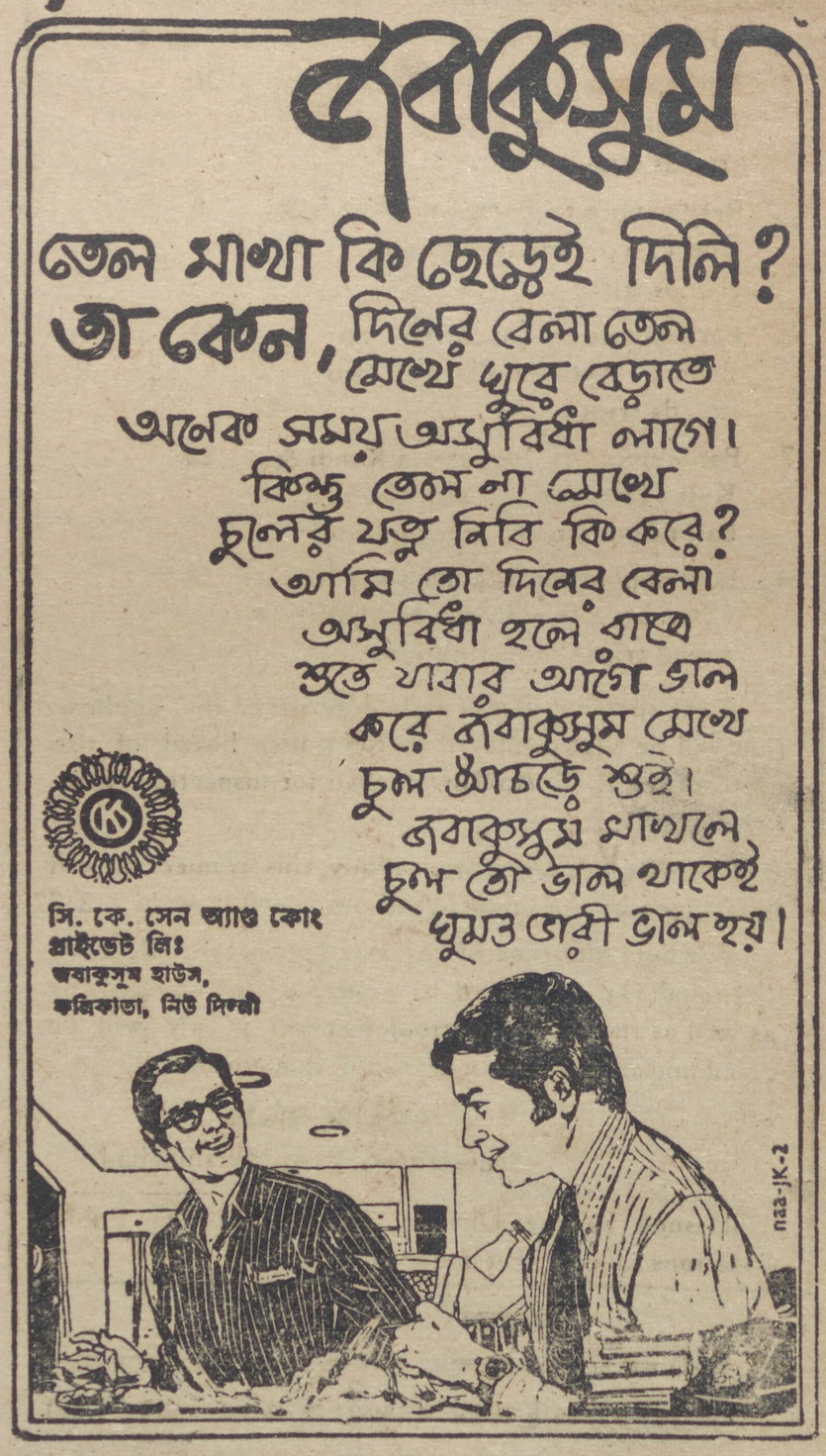

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।